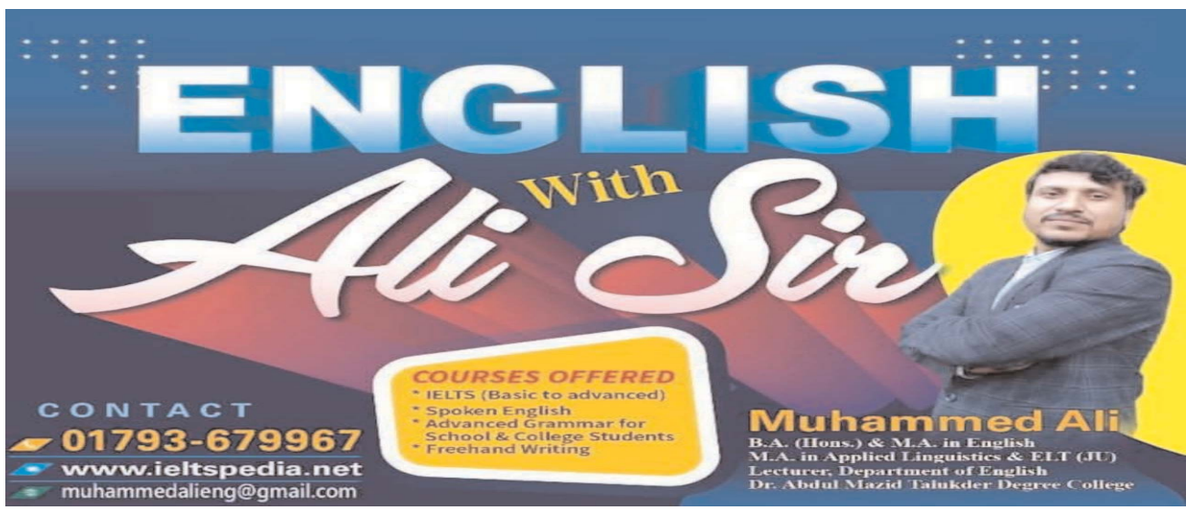
সাপ্তাহিক মুক্তকাল

ন্যায় ও ন্যায্যতার পক্ষে



জামালপুর ॥ রবিবার ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ॥ ২৩ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ॥ ১৩ রবিঃ আউয়াল ১৪৪৭ হিজরী ॥ জে.এম.নং : ০৫.৪৫.৩৯০০.০১৫.১৭.০০৪.২৫.৬৯৩ ॥ বর্ষ-১ ॥ সংখ্যা-৮ মূল্য ৫ টাকা



সরিষাবাড়ীতে এসএফডিএফ ম্যানেজারকে আটকে রেখে নির্যাতন, মা-ছেলে গ্রেপ্তার

কবীর আহমেদ, সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের (এসএফডিএফ) ম্যানেজার রণজিৎ চন্দ্র বর্মনকে আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক নারী ও তার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকালে সরিষাবাড়ী কলেজ সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। আটকৃত দুজন হলেন–অনুপমা সূত্রধর ও তার ছেলে প্রিন্স আদিত্য সরকার। ভুক্তভোগী রণজিৎ চন্দ্র বর্মন জানান, শুক্রবার সকালে অনুপমা সূত্রধর ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে জামালপুরে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

স্টাফ রিপোর্টার

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৭ হিজরী উদযাপন উপলক্ষে জামালপুর জেলা সদর মডেল মসজিদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জামালপুর জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব হাছিনা বেগম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার জনাব সৈয়দ রফিকুল ইসলাম এবং



জামালপুর জেলার সিভিল সার্জন জনাব ডাঃ মোহাম্মদ আজিজুল হক।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, আলেম-ওলামা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় বক্তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে তা বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

বিশেষ করে সিভিল সার্জন ডাঃ মোহাম্মদ আজিজুল হক তাঁর বক্তব্যে নবীজী (সা.) এর জীবনাদর্শ, মানবিকতা, ন্যায়নীতি ও সমাজ সংস্কারের দিকগুলো তুলে ধরেন।

শেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহসহ দেশ ও জাতির অগ্রগতি, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করা হয়।



সরিষাবাড়ীতে নৌকা ডুবে মায়ের মৃত্যু, শিশু কন্যা নিখোঁজ

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলার ঝিনাই নদীতে যাত্রীবাহী নৌকা ডুবে মোর্শেদা বেগম (৪০) নামে এক মায়ের মৃত্যু হয়েছে । এ ঘটনায় তার মেয়ে শোভা আক্তার (৬) এখনো নিখোঁজ রয়েছে। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার কামরাবাদ ই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন। নিহত মোর্শেদা ও নিখোঁজ শোভা ওই এলাকার আনসার আলীর স্ত্রী ও কন্যা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার সৈয়দপুর ও ধারাবর্ষা ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার: হৃদয় আহম্মেদ

আজ শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ অডিটোরিয়ামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত জামালপুর ও শেরপুর জেলার বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দের সাথে শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর



প্রফেসর ড. এ এস এম আমানুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ নূরুল ইসলাম। সভার সভাপতিত্ব করেন সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ হারুন অর রশিদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. এ এস এম আমানুল্লাহ বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়ন শুধু পাঠ্যবই ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



জামালপুরে ৮ মাস পর কবর থেকে সাংবাদিকের মরদেহ উত্তোলন

.সাজ্জাদ হোসাইন শাহীন

জামালপুরে প্রবীণ সাংবাদিক ও স্থানীয় পল্লীকণ্ঠ প্রতিদিনের প্রয়াত সম্পাদক নুরুল হক জঙ্গির মৃত্যুর সাড়ে ৮ মাস পর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেশ উত্তোলন করেছে পিবিআই। সোমবার বেলা ১২টার দিকে মেলান্দহ উপজেলার নাংলা এলাকা থেকে ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

জামালপুরে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে মিছিল ও দোয়া মাহফিল

সাইদুর রহমান, (জামালপুর শহর) প্রতিনিধি

ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে জামালপুর শহরে উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য জনশে জুলুছ ও দোয়া মাহফিল। ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ শনিবার সকাল ১০টায় জামালপুর পি. টি. আই মোড় থেকে শুরু হয় এই জুলুছ।

জামালপুর দরবার শরীফের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন দরবার শরীফের পীর-মাশায়েখ, খলিফা, মুরিদ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। বিভিন্ন রঙের পতাকা ও ব্যানার হাতে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে তারা শহরের প্রধান



প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। জুলুছটি শহরের বিভিন্ন পয়েন্ট ঘুরে হযরত ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



মিঠাপুকুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে আনসার ও ভিডিপির বাছাই কার্যক্রম

রংপুর প্রতিনিধি

"শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা"– এই শ্লোগানকে ধারণ করে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আনসার ও ভিডিপি'র পক্ষ থেকে বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে রংপুরের মিঠাপুকুরে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ে এ বাছাই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরম পূরণ ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

শেরপুর প্রতিনিধি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে শেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে।

সোমবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে কলেজের প্রধান ফটকের সামনে অনুষ্ঠিত হয় কর্মসূচি।

পরে শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবদুর রউফ এর কাছে নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অযৌক্তিক ফি বৃদ্ধিকে অবিলম্বে প্রত্যাহার



করতে হবে। তারা শিক্ষার্থী বান্ধব ও সহনশীল ফি নির্ধারণ, ইমপ্রুভ ফি সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা, ফলাফল পুনঃমূল্যায়ন ফি ১০০ টাকা, সার্টিফিকেট ফি সর্বোচ্চ ২০০ টাকা এবং ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

বকশীগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নৌবাহিনীর সাবেক সদস্যের মৃত্যু

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বদিউজ্জামান বদি (৫২) নামে নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এক সদস্যের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে বকশীগঞ্জ পৌরসভার টিকরকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বদিউজ্জামান বদি টিকরকান্দি এলাকার মৃত শংসের আলীর ছেলে। তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এলএস (লিডিং সিম্যান) ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বদিউজ্জামান নিজ ঘরে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কাজ করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারে স্পর্শ করলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



বকশীগঞ্জে নবনিযুক্ত ইউএনও'র সঙ্গে জামায়াতের সাক্ষাৎ

বকসীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের বকশীগঞ্জে নবনিযুক্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জহুরুল হকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বকশীগঞ্জ উপজেলা শাখার নেতারা।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫) দুপুরে উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। বকশীগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির জনাব শফিকুল্লাহ বিএসসির নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা আদেল ইবনে ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



জামায়াত নেতা নাজমুল হক সাঈদীর নামে মিথ্যা প্রচারণার প্রতিবাদ

নাফিজ নুর বিল্লাহ , বকশীগঞ্জ প্রতিনিধি



জামালপুর বকশীগঞ্জ উপজেলা পৌরসভা এলাকার জিগাতলায় ভূমি দখল, নারী নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে গত ৩০ আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

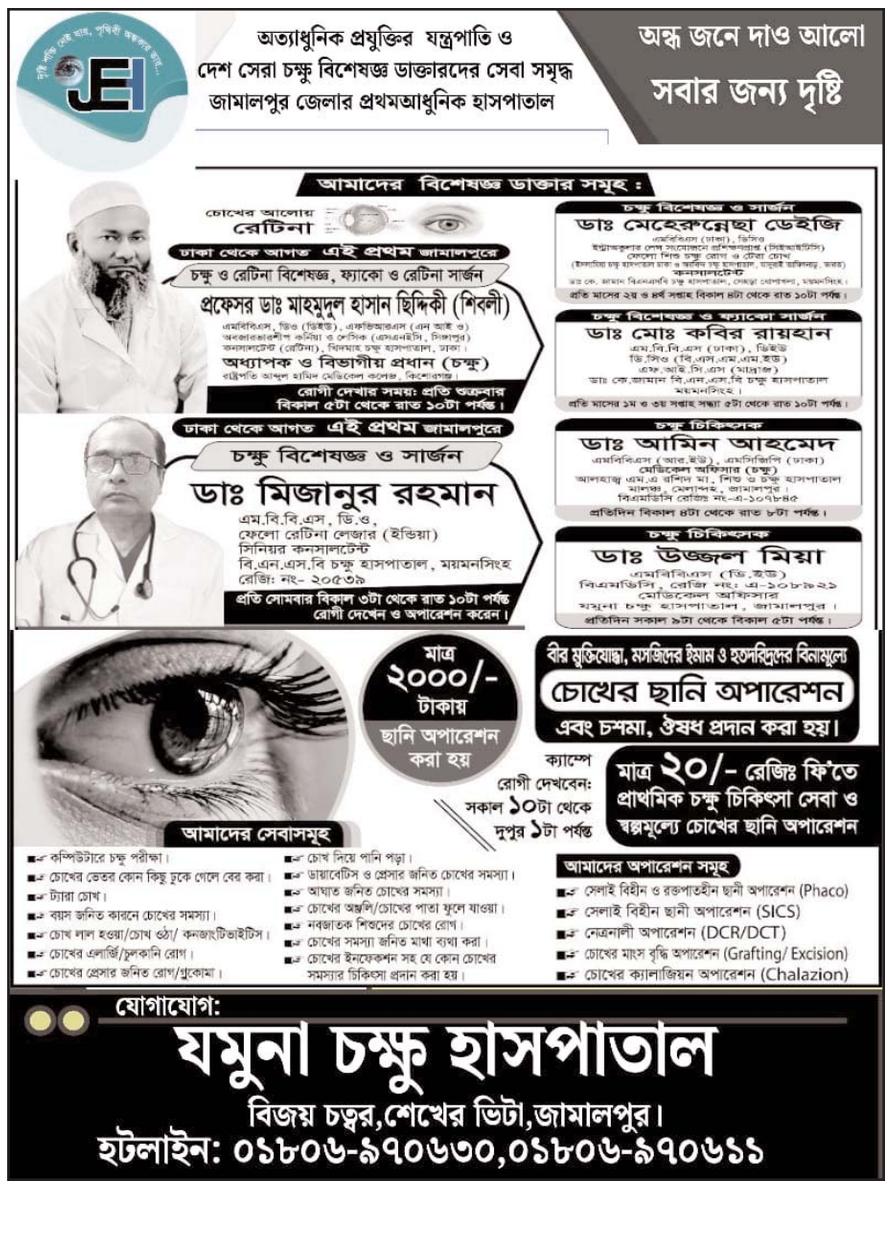
এ সম্মেলনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য মুহাম্মদ নাজমুল হক সাঈদীর প্রত্যক্ষ মদদের অভিযোগ আনা হলে, তিনি আজ ৩১ আগস্ট এক বিবৃতির মাধ্যমে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি অভিযোগগুলোকে "সর্বৈব মিথ্যা, কাল্পনিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" আখ্যা দিয়ে বলেন, উক্ত জমি কিংবা ভুক্তভোগী পরিবারের সঙ্গে তার বা জামায়াতে ইসলামের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এমনকি উক্ত মামলার বাদী বা বিবাদী হিসেবেও তার নাম নেই। সম্মেলনে জামায়াতের নাম ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



জামালপুরে সীরাত কনফারেন্সে নৈতিক শিক্ষা অনুসরণের আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার

আজ শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) জামালপুর মডেল মসজিদে সীরাত কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। জেলার খ্যাতনামা ইসলামিক সংগঠন সীরাত চর্চাকেন্দ্র জামালপুর এ কনফারেন্সের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



সাপ্তাহিক মুক্তকাল

ন্যায় ও ন্যায্যতার পক্ষে

জামালপুর ॥ রবিবার ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ॥ ২৩ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ॥ ১৩ রবিঃ আউয়াল ১৪৪৭ হিজরী ॥ জে.এম.নং : ০৫.৪৫.৩৯০০.০১৫.১৭.০০৪.২৫.৬৯৩ ॥ বর্ষ-১ ॥ সংখ্যা-৮





মাদারগঞ্জে হিজড়া সম্প্রদায়ের মানববন্ধন ময়ূরীকে গ্রেফতারের দাবি

মাদারগঞ্জ প্রতিনিধি

জামালপুরের মাদারগঞ্জে তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া) সম্প্রদায়ের উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় মাদারগঞ্জ মডেল থানার সামনে হিজড়া ও ছাত্র সমাজের ব্যানারে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জামালপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে রাজধানীতে জশনে জুলুস শোভাযাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার



পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) ও ১২ রবিউল আউয়াল উপলক্ষ্যে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে জাঁকজমকপূর্ণ জশনে জুলুস শোভাযাত্রা। প্রতি বছরের মতো এবারও রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সুফিবাদী জনতার অংশগ্রহণে এ শোভাযাত্রার আয়োজন করে আঞ্জুমানে রহমানিয়া মইনীয়া মাইজভাণ্ডারীয়া।

গতকাল শনিবার সংগঠনের সভাপতি ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির (বিএসপি) চেয়ারম্যান শাহসূফী সাইফুদ্দীন আহমদ মাইজভাণ্ডারীর নেতৃত্বে এ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন সকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পশ্চিম গেট থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রা দোয়েল চত্বর, শিক্ষা ভবন ও কদম ফোয়ারা সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার উদ্যানে এসে শান্তি মহাসমাবেশে মিলিত হয়। এর আগে ভোর থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্মপ্রাণ সুফিবাদী জনতা রাজধানীতে সমবেত হন।

শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিল বিশাল ব্যানার, যাতে লেখা ছিলড়'ইয়া নবী সালামু আলাইকা', 'ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা'। অংশগ্রহণকারীরা হাতে কালেমা খচিত পতাকা, প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন বহন করেন। এ ছাড়া, বিশাল জাতীয় পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে রাজধানীর রাস্তাঘাট মুখরিত করে তোলেন ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



ডাকসু প্রচারণায় 'রোকেয়া হলের ছাত্র' পরিচয়ে জামালপুরের কলেজছাত্র ধরা

স্টাফ রিপোর্টার

আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল নেতা হাবিবুর রহমান সাকিবের পক্ষে প্রচারণা চালাতে গিয়ে বহিরাগত হিসেবে ধরা পড়েছেন মো. মনিরুজ্জামান। তিনি নিজেকে প্রথমে রোকেয়া হলের আবাসিক ছাত্র ও পরে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী পরিচয় দেন। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেছে, মনির ঢাকার কোনো কলেজের ছাত্র নন; তিনি জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং ঢাকায় লিফলেট বিতরণের কাজ করেন। মনিরুজ্জামানের ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

বকশীগঞ্জে ঈদে-মিলাদুন্নবী পালিত

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি



জামালপুরের বকশীগঞ্জে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও ওফাত দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালন করেছে বাট্টাজোড় ইউনিয়ন বিএনপি।

শুক্রবার রাত ১০টায় বাট্টাজোড় ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে এক মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বাট্টাজোড় জিন্নাহ বাজার ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ে, যেখানে বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী, সমর্থক এবং সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও বাট্টাজোড় ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি মোঃ আক্তার হোসেন মাস্টার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির আরেক সহ-সভাপতি মোঃ মোতালেব সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক ফরিদ আহম্মেদ, সদস্য আরিফুজ্জামান দুদু মেম্বার, ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, যুবদল সেক্রেটারি হাবিবুল্লাহ হাবিব,ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



ফুফাকে ঠাট্টার ছলে 'ঘর জামাই' বলায় স্কুলছাত্রী খুন

শেরপুর প্রতিনিধি , কে এম আহসান

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে 'ঘর জামাই' বলায় ক্ষিপ্ত হয়ে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী মাইমুনাকে হত্যা করেছে আপন ফুফা সাইদুল ইসলাম (৩৯) হত্যাকাণ্ডের ছয় দিন পর এবং মরদেহ উদ্ধারের তিন দিন পর পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে রহস্য উন্মোচিত হয়। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

জিয়া পরিবার নিয়ে কটূক্তি, মুরাদ হাসানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি



সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার মেয়ে জাইমা রহমানকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে বহুল বিতর্কিত সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জামালপুরের সরিষাবাড়ী আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (৩য় আদালত) রোমানা আক্তার এ পরোয়ানা জারি করেন।

সূত্র জানায়, ডা. মুরাদ হাসান পতিত সরকারের প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন ২০২১ সালে পান-সিয়ানা নামের ইউটিউব ও ফেসবুক পেইজের টক-শোতে বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান ও জাইমা রহমানকে নিয়ে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। টক-শোর বক্তব্যগুলো মিথ্যাচার, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ হওয়ায় ১০ হাজার কোটি টাকার অধিক ক্ষতি ও দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে- উল্লেখ করে সরিষাবাড়ী উপজেলার ট্রাক মালিক সমিতির সহ-সভাপতি ও চেচিয়াবাঁধা গ্রামের মৃত ইদ্রিস আলীর ছেলে সাবেক ছাত্রদল ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



বকশীগঞ্জে দোকানে হামলা লুটপাট : দম্পতিকে মারধর

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের বকশীগঞ্জে জমি সংক্রান্ত পূর্ব বিরোধের জেরে এক ব্যবসায়ীর দোকানে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। হামলার সময় দোকান মালিক ও তার স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে মেরুরচর ইউনিয়নের পূর্ব কলকিহারা গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী সূত্রে ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

ডিসকাভার এন্ড ইনভেনশন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বৃক্ষরোপ

মাদারগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি



জামালপুরের মাদারগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে পরিবেশবান্ধব আয়োজনের মধ্য দিয়ে ডিসকাভার এন্ড ইনভেনশন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের শিক্ষক জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর কামাল হোসেন ও মাহফুজুর রহমান।

এ ছাড়া ক্লাবের সভাপতি মাহিদুল ইসলাম চমক, সহ-সভাপতি আল শাহরিয়ার শাওন, সাধারণ সম্পাদক মো. আজিম হাসান, অর্থ সম্পাদক জিমান মিয়া এবং ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা অংশ নেন। বক্তারা বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান তারা। অনুষ্ঠান শেষে ক্লাবের সদস্যরা নিয়মিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ইসলামপুরে প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় হিজড়ার বিষপানে মৃত্যু

সাজ্জাদ হোসাইন শাহীন

জামালপুরের ইসলামপুরে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাজু ওরফে মুন্নি (২৫) নামের এক হিজড়া বিষপানে আত্মহত্যা করেছে।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ইসলামপুর থানাধীন চিনাচর মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মাঠে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানী-য়রা তাকে উদ্ধার করে শেরপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে সকাল ৯টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত রাজু ওরফে মুন্নি ইসলামপুর উপজেলার কুমিরদহ গ্রামের মৃত শুক্কুর আলীর ছেলে এবং মাতা মমতার সন্তান। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



বকশীগঞ্জে মাহফিল উপলক্ষে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরে বকশীগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের সাতানি পাড়া গ্রামে যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত তাফসীর মাহফিল উপলক্ষে একটি দিনব্যাপী বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যাম্পটির আয়োজন করেন ঢাকাস্থ "আদর্শিক বকশীগঞ্জ সমিতি"।

মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয়ে এই মেডিকেল ক্যাম্পের কার্যক্রম চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে এটি এক প্রাণবন্ত চিকিৎসা সহায়ক কর্মসূচিতে রূপ নেয়। ক্যাম্পটি ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন





কিশোরকণ্ঠ মেধাবৃত্তি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের উদ্বোধন

রংপুর প্রতিনিধি

কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে 'কিশোরকণ্ঠ মেধাবৃত্তি পরীক্ষা-২০২৫' রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টায়, রংপুরের দর্শনা বাছিরন নেছা স্কুল অ্যান্ড কলেজে কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



মাদারগঞ্জে সিবিও'র সমন্বয় সভা

মাদারগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি

জামালপুরের মাদারগঞ্জে কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) এর সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (সকাল ১১টা) কোয়ালিকান্দি ঈদগাহ মাঠে আত্ম-নির্ভরশীল জাতীয় সোসাইটি ও সহনশীল কমিউনিটিস (এসএনএসআরসি) প্রকল্পের আওতায় এ সভার আয়োজন করা হয়। আয়োজক হিসেবে ছিল এসএনএসআরসি প্রকল্প এবং বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



উপদেষ্টা সম্পাদক- নয়ন আসাদ, সম্পাদক-মোহাম্মদ আলী, নির্বাহী সম্পাদক- আতিকুর রহমান, সাহিত্য সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম, প্রকাশনা সম্পাদক- আব্দুল হালিম। মুক্ত মিডিয়া ইনিশিয়েটিভের পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক বানাকুড়া মোড় জামালপুর থেকে প্রকাশিত ও শিহাব অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, জামালপুর থেকে মুদ্রিত, বার্তা-বাণিজ্য ও সম্পাদকীয় কার্যালয়- বানাকুড়া মোড়, জামালপুর-২০০০, মোবাইল-০১৭৯৩৬৭৯৯৬৭,
বিজ্ঞাপনের জন্য- ০১৮৭৭৪৪৩৩১৪, ই-মেইল: muktokal@gmail.com, Web: www.muktokal.com

সম্পাদকীয়

বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জরুরি প্রয়োজন

বই মানুষের চেতনা, মনন ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ আজকাল বই পড়ার অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছে। টেলিভিশন, মোবাইল ফোন কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ডুবে থেকে নতুন প্রজন্ম ক্রমেই বই থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর ফলে তাদের চিন্তাচেতনায় সমৃদ্ধি ঘটছে না, মনন বিকাশে তৈরি হচ্ছে শূন্যতা। যে সমাজে বই পড়ার সংস্কৃতি দুর্বল, সেখানে সৃজনশীল মানুষ তৈরি হয় না, সেখানে অগ্রগতির ধারা স্থবির হয়ে পড়ে।

এমন বাস্তবতায় আশেক মাহমুদ কলেজ সম্প্রতি যে রিডার্স ক্লাব গঠন করেছে, সেটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ ক্লাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বই পড়ার সুযোগ পাবে, আলোচনা সভা ও বইপড়া প্রতিযোগিতার মতো কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে। এর ফলে তাদের মধ্যে কৌতূহল, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে উঠবে। শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, দেশের প্রত্যেকটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের পাঠচক্র বা রিডার্স ক্লাব থাকা জরুরি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সামাজিক সংগঠনগুলোও এ উদ্যোগে যুক্ত হতে পারে। স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলোকে আধুনিক ও আকর্ষণীয় করতে হবে, মোবাইল লাইব্রেরি চালু করা যেতে পারে, গ্রামীণ পর্যায়ে বইমেলা আয়োজন করা যেতে পারে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মেও ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরি করে তরুণদের আকৃষ্ট করা সম্ভব। তাছাড়া পরিবারেও বই পড়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। বাবা-মা যদি ঘরে বই হাতে নেন, তবে সন্তানও বইয়ের প্রতি অনুরাগী হবে।

আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণভাবে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বই নিয়ে আলোচনা সংস্কৃতি গড়ে তোলা। পাঠচক্র, কুইজ প্রতিযোগিতা, গল্প বলার অনুষ্ঠান কিংবা সাহিত্য আড্ডা তরুণদের বইয়ের জগতে টেনে আনতে পারে। সরকার চাইলে 'জাতীয় পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি' হাতে নিতে পারে, যেমন প্রতি মাসে একটি বই পড়ার চ্যালেঞ্জ চালু করা বা বিদ্যালয়গুলোতে 'বুক ডে' পালনের ব্যবস্থা করা।

আমরা ভুলে গেলে চলবে না, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার একমাত্র কার্যকর উপায় হলো বই পড়ার অভ্যাস। যে জাতি বই পড়ে না, সে জাতির কল্পনাশক্তি হারায়, নেতৃত্ব তৈরি করতে পারে না। তাই আমাদের এখনই সম্মিলিতভাবে বই পড়ার সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। আশেক মাহমুদ কলেজের রিডার্স ক্লাব সেই পথচলার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই উদ্যোগকে অনুসরণ করে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও পরিবারকে এগিয়ে আসতে হবে।

বই পড়ার অভ্যাসকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা গেলে আমাদের চিন্তাচেতনা হবে উন্নত, সৃজনশীলতা বাড়বে বহুগুণে, আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হবে আলোকিত। তাই এখনই আমাদের স্লোগান হওয়া উচিতড়

"বই পড়ি, মন গড়ি, সমাজ বদলাই।"

বাল্যবিবাহ রোধে সমন্বিত প্রয়াস দরকার

বর্তমানে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে বাল্যবিবাহ অন্যতম একটি। এক সময় বাল্যবিবাহ বাংলাদেশের মহামারি আকার ধারণ করেছিল। এখনো যে বাল্যবিবাহ হয় না তা নয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদের জন্য এই শব্দটা বিভীষিকাময় এক কালো অধ্যায়। অনেকে বলেন এটি একটি সামাজিক অভিশাপ; কিন্তু সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা এটি সামাজিক বাস্তবতা বলে অভিহিত করে থাকেন। বাল্যবিবাহের যে সমস্ত কারণ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দরিদ্রতা, অশিক্ষা, সচেতনতার অভাব, প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কার, সামাজিক অস্থিরতা, যৌন নিপীড়ন, মেয়েশিশুর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, নিরাপত্তার অভাব, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, যৌতুক প্রথা এবং বাল্যবিবাহ রোধসংক্রান্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া। বাল্যবিবাহের কারণে অপরিণত বয়সে সন্তান ধারণ, মাতৃমৃত্যুর হার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যহানি, তালাক, পতিতাবৃত্তি, অপরিপক্ব সন্তান প্রসবসহ নানাবিধ জটিলতার শিকার হচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আমাদের দেশে বেশির ভাগ মেয়ের বিয়ে হয় ১২ থেকে ১৮ বয়সের মধ্যে। বিয়ের ১৩ মাসের মধ্যেই ৬৫% মেয়েসন্তান ধারণ করে।

আকাশে নকশীকাঁথা

এস. এম. শওকত আলী



নিপুণ হাতে তুলা বসিয়ে একটা
একটা করে স্তূপ সাজিয়েছে।
কিছু তুলা জীবন্ত ;
হেঁটে বেড়াচ্ছে!
দুটি বর্ণের স্তূপ সেজেছে।
সাদাকালো।।
সাদা স্তূপ ও কালো স্তূপরা দৌড় কম্পিটিশনে নেমেছে।
দিয়াবাড়ি ১৮ নাম্বার প্রজেক্ট রুয়াপের ছাদ থেকে আকাশের দিকে ছুটছে।
ছুটতে তুলা স্তূপের ভিতর চলে যাচ্ছে।
যেন খালের ভিতর থেকে জন্ম নিয়েই রুয়াপের ছাদে বসে যাচ্ছিল।
তুলার স্তূপগুলো কাক,পক্ষীকূলকে কোথায় জানি আড়াল করে ফেলছিল।
ছুটাছুটি করছে স্তূপগুলো!
ইচ্ছামতো,
তাও সেটা নিজের ইচ্ছায় না, শিল্পীর পবনের স্রোতের মর্জিমতো।
বাকগ্রাউন্ডে-
কোথাও ধূসর, কোথাও সাদা, কোথাও নীল আবার কোথাও মিশ্রিত রঙ করা।
যা দুটি লেয়ারের বিভক্ত।
উপরের লেয়ারটা অন্ধকার একটু শেড বেশি,
নিচের লেয়ারটা সূর্যের আলোতে হালকা চিকচিক করছে।
দেখে মনে হচ্ছে,
আজকের দিনটার জন্যই এমন রূপসাগর ধারণ করেছে ।
নকশীকাঁথাটির নাম কি জানেন?
হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।
আকাশের কথাই বলছিলাম।
আকাশটি আজ নকশিকাঁথার মতোই লাগছে।
আপনাদের জানিয়ে রাখি:
জামালপুরের নকশীকাঁথা-
বাংলাদেশের গর্বগাথা।
নকশীকাঁথা জামালপুরের ব্র্যান্ড।
জামালপুর জেলার বিশেষ করে সদর,সরিষাবাড়ি, মেলান্দহ,দেওয়ানগঞ্জ থানাগুলোতে বেশি প্রচলিত।
পুরোনো শাড়ি,লুঙ্গি,ধুতি বা কাপড় স্তরে স্তরে গেঁথে উজ্জ্বল বর্ণের সুতা দিয়ে এর উপরে ফুল,পাখি,লতাপাতা,জ্যামিতিক আকৃতির নকশা, গ্রামীণ জীবনের নানাবিধ চিত্র এঁকে তৈরি করা হয়।
নকশিকাঁথা মূলত শয্যা সাজানো, শীত নিবারণ, বিয়ে উপহার ও নানাবিধ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।
এই কাঁথাগুলোতে সুখ দুঃখ,গান,পালাসহ কত সংসার ভাঙার কাহিনী জড়িত থাকে।
কত কোমল স্পর্শে এই নকশীকাঁথাগুলো তৈরি হয়
জামালপুর জেলার অধিকাংশ এলাকাগুলোতে।
এই নকশীকাঁথার বাণিজ্যিক সেবাও কম না। নকশীকাঁথা সেলাই প্রাপ্ত টাকা সংসারের আর্থিক অনটনে সহায়তা করে থাকে।
কতজন তাদের ভাই বোন, সন্তানদের পড়ালেখার খরচ জোগাড় করে এটা থেকে।
মা-বোনরা নিজেদের প্রয়োজনীয় অলংকার যখন নকশিকাঁথা হতে আয়ের টাকা কিনে তখন তাদের আনন্দের তৃপ্তি কে দেখে!!
দেশে আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এর ভূমিকাটাও নিচু করে দেখার কোন সুযোগ নেই।
বলছিলাম,
ঢাকার আকাশে সৃষ্ট নকশিকাঁথা সদৃশ চিত্র,
যেটি নজর কেড়ে নেয় মুহূর্তেই।
এমন দৃশ্য ঢাকার আকাশে দেখতে পাবো,সেটা তো দূরূহ ব্যাপার।
হ্যাঁ, সেই অসম্ভব কাজটিই সম্ভব হলো মেট্রোতে উঠে।

পড়াশোনার কার্যকর চার পদ্ধতি



মোহাম্মদ আলী

শিক্ষা মানুষের জীবনের আলো। তবে শুধু বইয়ের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলেই সফলতা আসে না। অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা দীর্ঘসময় পড়েও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পায় না। এর প্রধান কারণ হলো–পড়াশোনার কৌশলের অভাব। সঠিক পদ্ধতি ছাড়া পড়া অনেকটা দিকহীন ভ্রমণের মতো। তাই প্রয়োজন কার্যকর কিছু কৌশল, যা পড়াশোনাকে করবে সহজ, আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ।

আজ আমরা চারটি বহুল ব্যবহৃত ও গবেষণায় প্রমাণিত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব–পোমোডো টেকনিক, অ্যাকটিভ রিকল, স্পেসড রিপিটিশন এবং মাইন্ড ম্যাপিং।

পোমোডো টেকনিক: সময়কে সঠিকভাবে ভাগ করা

একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়াশোনা করলে মনোযোগ ভেঙে যায়, ক্লান্তি আসে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর পদ্ধতি হলো পোমোডো টেকনিক।

পদ্ধতিটি সহজ–২৫ মিনিট পড়া, তারপর ৫ মিনিট বিরতি। চারবার এমন হলে ১৫-২০ মিনিটের বড় বিরতি।

যেমন ধরুন, একজন শিক্ষার্থী গণিত পড়তে বসেছে। ২৫ মিনিট মনোযোগ দিয়ে সমাধান করল। এরপর উঠে এক গ্লাস পানি খেল, একটু হাঁটল। আবার বসে পড়ল। ফলে ক্লান্তি এলো না, পড়াশোনাও ফলপ্রসূ হলো।

অ্যাকটিভ রিকল: মনে রাখার সেরা উপায়

শুধু পড়লেই হবে না, মনে রাখতেও হবে। এজন্য দরকার অ্যাকটিভ রিকল–অর্থাৎ নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তর মনে করার চেষ্টা।

উদাহরণ হিশাবে বলা যায়, ইতিহাস পড়ার পর বই বন্ধ করে শিক্ষার্থী নিজেকে প্রশ্ন করল–"বাংলাদেশ কবে স্বাধীন হলো?" উত্তর দিল–"১৯৭১ সালে।" আবার প্রশ্ন করল–"স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কোথায় পাঠ করা হয়েছিল?" মনে করে উত্তর দিল–"বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে।"

এভাবে সক্রিয়ভাবে মনে করার অভ্যাস তথ্যকে গভীরভাবে সংরক্ষণ করে।

স্পেসড রিপিটিশন: ভুলে যাওয়া ঠেকানো

মানুষ স্বাভাবিকভাবে শেখা জিনিস ভুলে যায়। এই ভুলে যাওয়া ঠেকাতে ব্যবহার করা যায় স্পেসড রিপিটিশন। এর নিয়ম হলো–একই বিষয় বারবার পড়া, তবে নির্দিষ্ট বিরতিতে। একজন শিক্ষার্থী আজ ২০টি ইংরেজি শব্দ শিখল। সেদিন রাতে আবার পড়ল। দুই দিন পর রিভিশন করল। এক সপ্তাহ পর আবার দেখল। এক মাস পরে আবার পুনরাবৃত্তি করল। ফলে শব্দগুলো দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিতে থেকে গেল।

আজকাল অনেক মোবাইল অ্যাপও শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করতে সাহায্য করছে।

মাইন্ড ম্যাপিং: জটিল বিষয় সহজভাবে শেখা

সবাই একইভাবে শেখে না। অনেকেই দৃশ্যমানভাবে শিখতে ভালোবাসে। তাদের জন্য কার্যকর কৌশল হলো মাইন্ড ম্যাপিং।

যেমন ধরুন, জীববিজ্ঞানের "মানবদেহ" অধ্যায় পড়তে গিয়ে কাগজের মাঝখানে লেখা হলো–"মানবদেহ।" সেখান থেকে চারটি শাখা হলো–রক্ত সঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস, পরিপাকতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র। প্রতিটি শাখা থেকে আবার ছোট শাখা–যেমন রক্ত সঞ্চালনের নিচে হার্ট, ধমনী, শিরা। এক নজরে পুরো অধ্যায়ের চিত্র স্পষ্ট হয়ে গেল।

শিক্ষা জীবনে সময় যতটা গুরুত্বপূর্ণ, কৌশল ততটাই জরুরি। পোমোডো আমাদের শেখায় সময় ভাগ করে পড়তে, অ্যাকটিভ রিকল মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়, স্পেসড রিপিটিশন ভুলে যাওয়া রোধ করে, আর মাইন্ড ম্যাপিং জটিল বিষয়কে সহজ করে তোলে।

শিক্ষার্থীরা যদি এই চারটি কৌশল মেনে চলে, তবে পড়াশোনাকে আর চাপ মনে হবে না বরং হয়ে উঠবে আনন্দময় ও ফলপ্রসূ এক যাত্রা।

লেখক- প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, ড. আব্দুল মজিদ তালুকদার ডিগ্রি কলেজ, জামালপুর সদর, জামালপুর।

পরিমিত আহার সুন্নত এবং আধ্যাত্মিকতা



আহনাফ বাপ্পী

আমাদে সমাজে প্রচলিত হচ্ছে যে বেশী খেতে পারে তার ততই পৌরষ ও বাহবা।অথচ আমাদের গৌরবময় পূর্বপুরুষ তথা রাসুল সা:, সাহাবায়ে আজমাইন রা: এবং তাদের অনুসারীরা ছিলেন প্রত্যেকে স্বল্পাহারী। তারা জিহাদে যাওয়ার জন্য নিজেদেরকে সব সময় নিজেদেরকে শারীরিক ভাবে ফিট রাখতেন।

বিয়ের আসরে খাবার বা গোশত কম হওয়ার জন্য বিবাহ ভেঙ্গে গেছে এমন নজির নেহায়েত কম নয়।প্রায়ই এ ধরণের খবর সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। আমরা একটুও চিন্তা করি না যে লোকটি আয়ের সর্বস্ব দিয়ে কণ্যার বিবাহের আয়োজনটি করেছে তার ভগ্নহৃদয়ের আর্তনাদটা প্রভুর দরবারে অভিশাপ আকারে পৌঁছে যেতে পারে।

নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে এ বিষয়ে একজন বড় ভাইয়ের সাথে দাওয়াত খেতে গিয়েছি, ইয়া বড় প্লেটে করে ছোট খাটো পাহাড় এনে সামনে দিয়েছে। পুরোটা খেয়ে শেষ করতে আমার দেড় দিন সময় লাগবে।কমিয়ে পরিমানমত রাখলাম, পাশের জন প্রদত্ত খাবার শেষ করে আবার অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন। এবং আমাকে বকেছেন নানা কিছু বলে- হাহ! এই বয়সে খাইতে পারো না, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কি খাবা, কি করবা ইত্যাদি!!!

বলা যায়,(খাই-খাই স্বভাব) এটাই একমাত্র কারন যেটা মুসলমানদের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে।অতিরিক্ত খাই খাই করে যারা এদের কোন রুহানিয়াত থাকে না। আখিরাত বিমুখতা আসে এবং রুহানিয়াত চলে যায়।এরা আরেকজনের খাবার নিজেই সাবাড় করে ফেলে ফলে নির্দয় স্বভাবের হয়। আমাদের ইবাদতগুলোর মধ্যে রোজার মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এর অনুশীলন হল পানাহার থেকে বিরত থাকা।

শহীদ কামারুজ্জামান রহ: এর একজন সফরসঙ্গীর কাছে শুনেছি উনি সব সময় এক প্লেট ভাত খেতেন, সাথে একটু ঝোল ,একটুকরো গোশত।

পেট খানিক খালি থাকলে সুস্থতার পাশাপাশি মস্তিষ্ক ভাল পারফর্ম করতে পারে। এজন্য উচিত পরিমিত সুষম খাওয়া। নবীজি তো বলেছেনই-

মিকদাম ইবন মাদিকারাব (রা.) বলেন, 'আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, পেটের চেয়ে মন্দ কোনো পাত্র মানুষ ভরাট করে না। পিঠের দাঁড়া সোজা রাখার মতো কয়েক লোকমা খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। আর বেশি খাবার ছাড়া যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য আর বাকি তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৮৩) বর্তমান স্বাস্থ বিজ্ঞানও এটি করতে উৎসাহিত করছে।

অপর একটি হাদীসে- সালমান (রা.)- তাঁকে আহার করতে পীড়াপীড়ি করা হলে তিনি বলতেন, আমার জন্য যথেষ্ট যে আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, দুনিয়াতে যেসব লোক ভূরিভোজ করে, তারাই হবে কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৩৫১)

আর অধিক ভোজনের ফলে অসময়ে বার্ধক্যে পতিত হয়ে থাকে। কেননা বেশি খেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দুর্বল বা শক্তিহীন হয়ে যায় এবং তাকে অতি অল্প বয়সেই বৃদ্ধ বলে মনে হয়।

অধিক ভোজনের কারণে শরীর মোটা বা স্থূল হয়ে থাকে। এই অবস্থায় বহুবিধ রোগব্যাধি হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মতে, মানুষের কোমর সোজা রাখার জন্য কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট। আর একান্তই যদি বেশি খাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে তাহলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক-তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করে বাকি এক ভাগ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখতে হবে, যা একমাত্র রাসুল (সা.)-এরই নির্দেশ ছিল

উপজাতি শিশুদের জীবনমান

শিক্ষা, বাল্যবিবাহ ও দারিদ্র্যের চক্র

মো. শামীম মিয়া

বাংলাদেশ বহুজাতি গোষ্ঠীর একটি দেশ। এখানে বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ, পাহাড়ি চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে শতাধিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা উপজাতি সম্প্রদায় বসবাস করে। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, মাহলি, পাহান, খাসিয়া, গারো, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মণিপুরী প্রভৃতি জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও জীবনযাত্রার ধারা বহন করছে শত শত বছর ধরে। তবে উন্নয়ন অগ্রযাত্রার মূলধারার বাইরে থাকায় এদের বিশেষ করে শিশুরা নানা সংকটে ভুগছে। শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া, অল্প বয়সে বাল্যবিবাহ, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যসেবার অভাব এবং সামাজিক বৈষম্য-সব মিলিয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এই সংকট কেবল ব্যক্তিগত নয়; এটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দারিদ্র্য ও বৈষম্যের চক্রকে জিইয়ে রাখছে। এই সম্পাদকীয়তে আমরা শিক্ষা, বাল্যবিবাহ ও দারিদ্র্যের আন্তঃসম্পর্কিত প্রভাব বিশ্লেষণ করব, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট দেখব এবং কার্যকর সমাধানের পথ খুঁজব।

শিক্ষা; অধিকার নয়, অনেক সময় বিলাসিতা : জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী, শিক্ষা প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশ সরকারও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, উপজাতি শিশুদের জন্য শিক্ষা প্রায়ই অধরা থেকে যায়। স্কুলে ভর্তির হার বনাম সম্পন্ন করার হার : টঘওঈউঋ-এর ২০২১ সালের জরিপ অনুযায়ী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হার প্রায় শতভাগ হলেও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার জাতীয় গড়ে ৭৮%। তবে অঞ্চলভেদে বৈষম্য প্রকট। উপজাতি শিশুদের মধ্যে এই হার অনেক সময় আরও কমে যায়। অনেক শিশু প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর পরেই ঝরে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যায় রংপুরের চতরা গ্রামের কথা। প্রায় দুই হাজার সাঁওতাল বাস করা এই গ্রামে একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কিন্তু শিক্ষাদান পুরোপুরি বাংলায়। সাঁওতাল শিশুরা ঘরে নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বললেও স্কুলে তাদের বাংলা বুঝতে হয়। প্রথম দিন থেকেই তারা পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষকরা স্থানীয় ভাষা জানেন না, ফলে শিশুদের শেখার আগ্রহ ভেঙে যায়। কয়েক বছরের মধ্যেই তারা স্কুল থেকে ছিটকে যায়।

ঝরে পড়ার কারণ : ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা ু মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা না থাকায় বোঝার সমস্যা হয়। অর্থনৈতিক চাপে শিশুদের ছোট বয়স থেকেই মাঠে কাজ করতে হয় বা পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে হয়। মেয়ে শিশুদের গৃহস্থালি দায়িত্ব-রান্না, পানি আনা, ছোট ভাই-বোনকে দেখা, আর কিশোরী বয়সে বিয়ের চাপ। অপ্রতুল অবকাঠামো ু অনেক উপজাতি গ্রামে স্কুল নেই; নিকটবর্তী স্কুলে যেতে কয়েক কিলোমিটার হাঁটতে হয়। শিক্ষকের সংকট প্রশিক্ষিত ও সংস্কৃতি সংবেদনশীল শিক্ষক নেই। ফলাফল, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে কেবল লেখাপড়া না জানা নয়। এটি তাদের আধুনিক কৃষি পদ্ধতি, স্বাস্থ্যবিধি, নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা সম্পর্কে অজ্ঞ রাখে। ফলে দারিদ্র্যের শিকল ভাঙতে না পেরে তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রান্তিক থেকে যায়।

> বাংলাদেশ বহুজাতি গোষ্ঠীর একটি দেশ। এখানে বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ, পাহাড়ি চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে শতাধিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা উপজাতি সম্প্রদায় বসবাস করে। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, মাহলি, পাহান, খাসিয়া, গারো, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মণিপুরী প্রভৃতি জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও জীবনযাত্রার ধারা বহন করছে শত শত বছর ধরে। তবে উন্নয়ন অগ্রযাত্রার মূলধারার বাইরে থাকায় এদের বিশেষ করে শিশুরা নানা সংকটে ভুগছে। শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া, অল্প বয়সে বাল্যবিবাহ, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যসেবার অভাব এবং সামাজিক বৈষম্য-সব মিলিয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এই সংকট কেবল ব্যক্তিগত নয়; এটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দারিদ্র্য ও বৈষম্যের চক্রকে জিইয়ে রাখছে। এই সম্পাদকীয়তে আমরা শিক্ষা, বাল্যবিবাহ ও দারিদ্র্যের আন্তঃসম্পর্কিত প্রভাব বিশ্লেষণ করব, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট দেখব এবং কার্যকর সমাধানের পথ খুঁজব।

বাল্যবিবাহ: সামাজিক অভিশাপ, বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার বিশ্বে অন্যতম। টঘওঈউঋ-এর ২০২২ সালের তথ্যমতে, ২০২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ৫১% নারী ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়েছে। ইউঐঝ (২০১৭-১৮) অনুযায়ী, এই হার ছিল প্রায় ৫৯%। উপজাতি সম্প্রদায়ের পরিস্থিতি : উপজাতি মেয়েদের মধ্যে এই হার আরও বেশি। দারিদ্র্য, মেয়েদের শিক্ষার অভাব, নিরাপত্তাহীনতা এবং সামাজিক রীতিনীতির কারণে পরিবারগুলো মনে করে অল্প বয়সে মেয়েকে বিয়ে দেওয়াই উত্তম। ফলে ১৩-১৫ বছর বয়সেই অনেক মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার হয়।

পরিণতি :

১. স্বাস্থ্যঝুঁকি- অল্প বয়সে গর্ভধারণের ফলে মাতৃমৃত্যু ও নবজাতক মৃত্যুহার বেড়ে যায়। ডঐঙ-এর তথ্যমতে, ১৫-১৯ বছর বয়সী মায়েদের মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি দ্বিগুণ।

২. শিক্ষা থেকে বঞ্চনা-বিয়ে মানেই স্কুল জীবন শেষ। ফলে মেয়ে শিশুরা তাদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ হারায়।

৩. মানসিক চাপ-কিশোরী বয়সে গৃহস্থালি ও শারীরিক সম্পর্কের চাপ অনেকের মানসিক স্বাস্থ্যে মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

৪. প্রজন্মান্তর দারিদ্র্য-শিক্ষা না থাকায় ও স্বল্প দক্ষতার কারণে তারা দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের হতে পারে না।

দারিদ্র্য: অব্যাহত জীবনসংগ্রাম : দারিদ্র্য উপজাতি শিশুদের জীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যা। অধিকাংশ পরিবার ভূমিহীন। কারো জমি থাকলেও স্থানীয় প্রভাবশালীদের দখলে চলে যায়। কৃষিকাজ মৌসুমি, সারাবছর আয় থাকে না।

জীবিকা : পুরুষেরা দিনমজুরি, ইটভাটায় কাজ বা শহরে রিকশা চালায়। নারীরা অন্যের বাড়িতে কাজ করে। শিশুদেরও পরিবারে কাজ করতে হয়-কেউ চাষের জমিতে শ্রম দেয়, কেউ ইটভাটায়, কেউ শহরে গৃহকর্মী হয়। ফলে পড়াশোনার সুযোগ নষ্ট হয়।

পুষ্টিহীনতা : বাংলাদেশের জাতীয় গড়েই শিশুর মধ্যে ংঁহঃরহম (অপুষ্টিজনিত খর্বকায়) প্রায় ২৪%। কিন্তু উপজাতি শিশুদের মধ্যে এটি অনেক বেশি (টঘওঈউঋ, ২০২১)। অপুষ্টির কারণে তাদের উচ্চতা বয়সের তুলনায় কম, ওজন স্বাভাবিকের নিচে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা ; গ্রামাঞ্চলের উপজাতি এলাকায় সাধারণত স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র দূরে, পরিবহণ খরচও বহন করা সম্ভব নয়। ফলে শিশুরা সহজ রোগ যেমন ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, জন্ডিসে মারা যায়। অনেকসময় তারা স্থানীয় কবিরাজ বা ঝাড়ফুঁক নির্ভর চিকিৎসা নেয়।

স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক বৈষম্য : উপজাতি শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক কম। অনেক শিশু জন্মের পর নিবন্ধিত হয় না, ফলে তারা রাষ্ট্রীয় সুবিধা থেকেও বঞ্চিত থাকে।

টিকাদান কর্মসূচি : জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি (উচও) শহরে অনেক সফল হলেও প্রান্তিক উপজাতি গ্রামে নিয়মিত হয় না। ফলে হাম, ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি ইত্যাদি প্রতিরোধযোগ্য রোগের ঝুঁকি বেশি।

সামাজিক বৈষম্য : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতি শিশুদের অনেক সময় বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়। তাদের ভাষা, পোশাক, নাম নিয়ে উপহাস করা হয়। কর্মক্ষেত্রেও তারা একই সমস্যায় পড়ে। ভূমি দখল, সামাজিক প্রভাবশালীদের হয়রানি, ন্যায্য মজুরি না পাওয়া-সব মিলিয়ে আত্মবিশ্বাস ক্ষয়ে যায়।

সরকারের পদক্ষেপ ও সীমাবদ্ধতা :

১. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭-১৮ বছরের নিচে বিয়ে নিষিদ্ধ।

২. প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন স্কুলে ভর্তি ও উপবৃত্তি নিশ্চিত।

৩. বিদ্যালয়ভিত্তিক খাদ্য কর্মসূচি শিশুদের পুষ্টি ও উপস্থিতি বাড়ানো।

৪. ক্ষুদ্রঋণ ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করার চেষ্টা।

সীমাবদ্ধতা : আইন প্রয়োগ দুর্বল। স্থানীয় প্রভাবশালীরা বাল্যবিবাহ গোপনে সম্পন্ন করে। উপজাতি ভাষাভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক সীমিত। শিক্ষক সংকট ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ওষুধের ঘাটতি।

৬. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও এনজিওর ভূমিকা, জাতিসংঘের শিশু তহবিল (টঘওঈউঋ), ঝধাব ঃযব ঈযরষফৎবহ, ইজঅঈ, কারিতাসসহ বিভিন্ন সংস্থা উপজাতি শিশুদের জন্য কাজ করছে। শিক্ষা কিছু এলাকায় মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেছে। আবাসিক বিদ্যালয় ু মেয়েদের নিরাপদে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সহায়তা করছে। স্বাস্থ্যসেবা মোবাইল ক্লিনিক ও টিকাদান ক্যাম্প করছে। সচেতনতা বাল্যবিবাহের ক্ষতি নিয়ে গ্রামে প্রচারণা। তবে এগুলো সীমিত ও বিচ্ছিন্ন; সারাদেশে প্রভাব ফেলতে আরও সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

সুপারিশ :

১. শিক্ষা প্রসার-স্থানীয় ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা, উপযুক্ত পাঠ্য সামগ্রী, প্রশিক্ষিত শিক্ষক, আবাসিক বিদ্যালয়।

২. সচেতনতা বৃদ্ধি-বাল্যবিবাহ ও অপুষ্টির ক্



ড. আব্দুল মজিদ তালুকদার ডিগ্রি কলেজে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স) উদযাপন

সরিষাবাড়ীতে এসএফডিএফ

কৌশলে তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে আগে থেকে উপস্থিত অনুপমা, তার স্বামী, ছেলে প্রিন্স আদিত্য ও আরও কয়েকজন মিলে তাকে ঘরে আটকে ফেলে। এরপর হাত-পা বেঁধে মুখে টেপ লাগিয়ে লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্যাতন চালানো হয়। একপর্যায়ে তাকে উলঙ্গ করে ভিডিও ধারণ করা হয় এবং মুক্তিপণ হিসেবে তার পরিবারের কাছে ২০ লাখ টাকা দাবি করা হয়। পরে রণজিতের স্ত্রী পুলিশকে খবর দিলে সরিষাবাড়ী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। এ সময় অনুপমা সূত্রধর ও তার ছেলে প্রিন্স আদিত্যকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সরিষাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদুল হাসান বলেন, "ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে মা-ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সরিষাবাড়ীতে নৌকা ডুবে মায়ের

এলাকায় দুই দিনব্যাপী নৌকা বাইচ ও গ্রামীণ মেলার আয়োজন করা হয়। খেলা শেষে মোর্শেদা ও তার মেয়ে বাড়ি ফেরার জন্য খেয়াঘাটে আসেন।

এ সময় মাঝি না থাকায় যাত্রীরা নিজেরাই নৌকা চালিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করেন। মাঝপথে নৌকাটি ভারসাম্য হারিয়ে ডুবে গেলে অধিকাংশ যাত্রী সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও মোর্শেদা বেগমের মৃত্যু হয় এবং তার মেয়ে শোভা নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় আহত অন্তত ছয়জনকে উদ্ধার করে সরিষাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের লিডার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, "নিহত ও নিখোঁজ ছাড়াও আরও কেউ নিখোঁজ থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা রয়েছে। সরিষাবাড়ীতে ডুবুরি দল না থাকায় শনিবার জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয় থেকে ডুবুরি দল এসে উদ্ধার অভিযান চালাবে।"

জামালপুরে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী

শাহ জামাল (রহ.) এর মাজার শরীফে গিয়ে মিলাদ শরীফ ও বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। দোয়া ও মিলাদ শরীফ পরিচালনা করেন জামালপুর দরবার শরীফের গদ্দীনশীন শাহানশাহের খলিফা গোলদস্তে আরেফিন শাহসূফী বাবা রওনাকুন ইসলাম জামালপুরী।

এ সময় ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা বিশ্ব মানবতার মুক্তি, শান্তি এবং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন ও আদর্শ অনুসরণের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

জামালপুরে ৮ মাস পর কবর

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রাট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস.এম আলমগীরের উপস্থিতিতে মরদেহ উত্তোলন করা হয়।

জানা যায়, গত বছর ২১ ডিসেম্বর জামালপুর শহরের বানিয়াবাজার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সাংবাদিক নুরুল হক জঙ্গির। চলতি বছর ১৩ মার্চ পরিকল্পিত হত্যাকান্ড উল্লেখ করে ২য় স্ত্রী সাংবাদিক দিলরুবা ইয়াসমিন রুমা আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-৩৮৪।

আদালতের আদেশে পিবিআই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্যাটের উপস্থিতিতে মরদেহ উত্তোলন করে। জামালপুর পিবিআই পরিদর্শক মোশাররফ হোসেন জানান,আদালতের আদেশে মরদেহ উত্তোলন করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর আসল কারন জানা যাবে। উল্লেখ্য, মামলায় আসামি করা হয়েছে নিহতের প্রথম স্ত্রী খাইরুন্নেছা কাজলী, জামাতা জুলহাস উদ্দিন, জিয়াউর রাফি, মেয়ে জেবুন্নেছা কাকলী, জিনাতুননেছা কণা এবং পল্লীকণ্ঠ প্রতিদিন পত্রিকার অফিস স্টাফ দেলোয়ার হোসেনকে। ২০২৪ সালের ২১ ডিসেম্বর রাতে জামালপুর শহরের বানিয়াবাজার এলাকায় দুই ইজিবাইকের চাপায় গুরুতর আহত হন সাংবাদিক নূরুল হক জঙ্গি (৭৫)। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারি

মুখস্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমান যুগ আইসিটি নির্ভর, তাই শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি দক্ষতা অর্জন এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান তাঁর বক্তব্যে বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও উদ্ভাবনী কাজে বেশি মনোযোগী হতে হবে। বিশেষ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের রূপান্তরে শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রো-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ নূরুল ইসলাম বলেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। কারণ আধুনিক শিক্ষা কেবল পেশাগত নয়, মানবিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখে। সভাপতির বক্তব্যে প্রফেসর মোঃ হারুন অর রশিদ বলেন, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ সবসময় শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের আধুনিক জ্ঞান অর্জনে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষক, অভিভাবক এবং প্রশাসনের সমন্বিত প্রচেষ্টায় আগামী প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষায় গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মতবিনিময় সভায় জামালপুর ও শেরপুর জেলার বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মিঠাপুকুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে

প্রশিক্ষিত আনসার সদস্যরা এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্য থেকে দক্ষ ও যোগ্য সদস্যদের বাছাই করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর সার্কেল এডজুড্যান্ট মো: সাইদুল ইসলাম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মিঠাপুকুর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা বিজন দত্ত এবং উপজেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষক মো: আবু বকর সিদ্দিক, মোছাঃ কহিনুর বেগম,আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষিকা মিঠাপুকুর,রংপুর, মোছাঃ আকলিমা বেগম উপজেলা আনসার প্লাটুন কমান্ডার সহ ১৭ টি ইউনিয়ন এর আনসার প্লাটুন কমান্ডার, দলনেতা দলনেত্রী।

বাছাই কার্যক্রম শেষে কর্মকর্তারা জানান, দুর্গাপূজা চলাকালীন পূজামণ্ডপগুলোতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং পূজারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আনসার সদস্যদের নিয়োজিত করা হবে। তারা আরও বলেন, ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে সেদিকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। আনসার সদস্যরা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

স্থানীয়রা আশা প্রকাশ করেছেন, এবারের শারদীয় দুর্গাপূজা যথাযথ নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরম

আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়তার দাবি জানান।

এ সময় শিক্ষার্থীরা স্লোগান দেন- "অযৌক্তিক ফি বৃদ্ধি মানি না, মানবো না", "ফি বৃদ্ধি প্রত্যাহার করো, করতে হবে", "একশন একশন, ডাইরেক্ট একশন।"

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, গতবছর যেখানে বিভিন্ন বিভাগের ফি ছিজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরম পূরণ ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে শেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে।

সোমবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে কলেজের প্রধান ফটকের সামনে অনুষ্ঠিত হয় কর্মসূচি।

পরে শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবদুর রউফ এর কাছে নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অযৌক্তিক ফি বৃদ্ধিকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

তারা শিক্ষার্থী বান্ধব ও সহনশীল ফি নির্ধারণ, ইমপ্রুভ ফি সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা, ফলাফল পুনঃমূল্যায়ন ফি ১০০ টাকা, সার্টিফিকেট ফি সর্বোচ্চ ২০০ টাকা এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়তার দাবি জানান।

এ সময় শিক্ষার্থীরা স্লোগান দেন- "অযৌক্তিক ফি বৃদ্ধি মানি না, মানবো না", "ফি বৃদ্ধি প্রত্যাহার করো, করতে হবে", "একশন একশন, ডাইরেক্ট একশন।"

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, গতবছর যেখানে বিভিন্ন বিভাগের ফি ছিল ২২০০- ২৩০০, এ বছর তা বেড়ে ৩৩০০-৩৫০০ টাকা হয়েছে।

তারা বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও অসচ্ছল পরিবারের সন্তান। হঠাৎ ফি বৃদ্ধির কারণে অনেকে ভোগান্তিতে পড়েছেন। শিক্ষার মান উন্নয়ন না করে ফি বাড়ানো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

তাই তারা দ্রুত এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান।

বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন- ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী শাওন (রসায়ন), শহিদুল্লাহ (প্রাণিবিদ্যা), তৃশা (উদ্ভিদবিদ্যা), ফয়সাল (রসায়ন) ও নুরুল আমিন (ইসলামের ইতিহাস)।

এ ছাড়া সিনিয়র শিক্ষার্থী রবিউল, রাব্বি এবং কলেজের সিনিয়র ও জুনিয়র অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে শেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবদুর রউফ বলেন, "শিক্ষার্থীদের স্মারকলিপি গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের দাবিগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।

২২৩০০ টাকা, এ বছর তা বেড়ে ৩৩০০, ।৩৫০০ টাকা হয়েছে।

তারা বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও অসচ্ছল পরিবারের সন্তান। হঠাৎ ফি বৃদ্ধির কারণে অনেকে ভোগান্তিতে পড়েছেন। শিক্ষার মান উন্নয়ন না করে ফি বাড়ানো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এ ছাড়া সিনিয়র শিক্ষার্থী রবিউল, রাব্বি এবং কলেজের সিনিয়র ও জুনিয়র অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে শেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবদুর রউফ বলেন, "শিক্ষার্থীদের স্মারকলিপি গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের দাবিগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।

বকশীগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নৌবাহিনীর

করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। বিষয়টি নিয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বকশীগঞ্জে নবনিযুক্ত ইউএনও'র

আউয়াল, বকশীগঞ্জ পৌর শাখার আমির মাওলানা আব্দুল মতিন, উপজেলা শাখার অর্থ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল আজিজ, অফিস সম্পাদক জনাব আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা যুব বিভাগের সেক্রেটারি মোঃ কারিমুল ইসলাম, উপজেলা ওলামা বিভাগের সেক্রেটারি মাওলানা মিজানুর রহমান, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব রাসেল মাহমুদ এবং উপজেলা ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা মোকাদ্দাস আলীসহ অন্যান্য নেতারা। সাক্ষাৎকালে জামায়াতের নেতারা নবনিযুক্ত ইউএনওকে বকশীগঞ্জের সার্বিক উন্নয়ন, আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

জামায়াত নেতা নাজমুল হক

জড়ানোকে তিনি "রাজনৈতিক বিদ্বেষপ্রসূত অপপ্রচার" বলে উল্লেখ করেন।

নারী নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ ধরনের কোনো ঘটনার খবর স্থানীয়ভাবে কারও জানা নেই। যদি এমন কিছু ঘটে থাকে তবে আইনানুগ তদন্ত ও বিচার তিনি স্বাগত জানান।প্রকৃত ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, প্রায় ৩০/৩৫ বছর আগে নিলক্ষিয়া গ্রামের রৌশন জাহান বকশীগঞ্জে কর্মরত থাকা অবস্থায় রাজেন্দ্রপুর মৌজার বি আর এস দাগ নং ৩২০৬ এর ২৫ শতাংশ জমি বৈধভাবে ক্রয় করেন।

ভুলবশত তিনি দীর্ঘদিন ৩২০৫ দাগের খাস জমি দখলে রাখলেও পরে সেটি সরকারি দখলে ফেরত দেন এবং প্রকৃত জমি ২০৬ দাগে অবস্থান নেন।

তবে ওই দাগের একাংশে কালা মিয়া নামের ব্যক্তি পূর্ব থেকে ল্যাট্রিন স্থাপন করে রাখেন। মানবিক কারণে তাকে সাময়িক সময় দেওয়া হলেও পরবর্তীতে কালা মিয়া তা সরাতে গড়িমসি করেন এবং পরিশেষে জমি দখলের অপচেষ্টা চালান।

এরই ধারাবাহিকতায় একটি তৃতীয় পক্ষ ১৩ শতাংশ জমির রেকর্ড সংশোধনের দাবিতে মামলা করে। অথচ ওই মামলার সাথে ভুমির প্রকৃত মালিক রৌশন জাহানেরও প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা নেই।

নাজমুল হক সাঈদী স্পষ্ট করে বলেন, এ জমি দখল, নারী নির্যাতন, শ্লীলতাহানি কিংবা মুক্তিযোদ্ধা শরীফ উদ্দিনের সঙ্গে তার বা জামায়াতের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। বরং এটি একজন পেশাজীবী নারীর বৈধ সম্পত্তি দখল করার জন্য একটি মহলের ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার।

জামালপুরে সীরাত কনফারেন্সে

চিন্তাবিদ ও আলেমে দ্বীন মুফতী আহমদ আলী দা.বা.। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "সীরাতুল মুস্তাফা (সা.) শুধু ধর্মীয় জীবন নয়, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দিয়েছে। রাসূলের (সা.) শিক্ষা বাস্তবায়ন করলেই সমাজে শান্তি, ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।"

মুফতী আহমদ আলী আরও বলেন, "বর্তমান সময়ের নৈতিক অবক্ষয়, সহিংসতা ও পারিবারিক ভাঙন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো নবীজীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করা। বিশেষত তরুণ সমাজ যদি সীরাতের শিক্ষা ধারণ করতে পারে তবে তারা মাদক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত থেকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠবে।"

এছাড়াও অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কয়েকজন আলেমে দ্বীন বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা শুধু মসজিদ বা মাদরাসায় সীমাবদ্ধ নয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, ন্যায়বিচার, সমাজকল্যাণ ও বিশ্বমানবতার প্রতিটি দিকেই তাঁর দৃষ্টান্ত রয়েছে। মুসলমানরা যদি সত্যিকার অর্থে নবীজীর দেখানো পথে চলতে পারে তবে সমাজ থেকে দুর্নীতি, বৈষম্য ও অন্যায় দূর হবে।

কনফারেন্সে জেলার বিভিন্ন এলাকার আলেম-ওলামা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মুসল্লিরা অংশ নেন। বক্তৃতা পর্ব শেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মাদারগঞ্জে হিজড়া সম্প্রদায়ের

আরিফা ইয়াসমিন ময়ূরী ছাত্র-শিশু হত্যার সঙ্গে জড়িত। ইতোমধ্যেই আদালত থেকে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। তাই তাকে দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান তারা

এ সময় হিজড়া সম্প্রদায়ের নেত্রী বিন্দি, নুপুরসহ স্থানীয় হিজড়াবৃন্দ বক্তব্য রাখেন এবং মানববন্ধনে অংশ নেন।

ডাকসু প্রচারণায় 'রোকেয়া হলের

ভাতিজা রফিক জানান, "সে আশেক মাহমুদ কলেজের ছাত্র। ঢাকায় আজিমপুরে এক মেসে থাকে আর জীবিকার জন্য লিফলেট বিতরণ করে।"

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) মহিউদ্দিন রনি তার ফেসবুকে 'ডাকসুর প্রচারণা চালাচ্ছে ছাত্রদলের রোকেয়া হলের এক ভাই' শিরোনামে ভিডিও পোস্ট করলে তা দ্রুত ভাইরাল হয়। ভিডিওটি দেখে ক্ষুব্ধ হয় ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। কলেজ প্রশাসনও জানায়, মনির তাদের শিক্ষার্থী নন এবং কলেজের নাম ব্যবহার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপের প্রস্তুতিও নিচ্ছেন।

অন্যদিকে ছাত্রদল প্যানেলের প্রার্থী হাবিবুর রহমান সাকিব জানান, "ভিডিওতে যে যুবককে দেখা গেছে তাকে আমি চিনি না। আমার লিফলেট বিভিন্ন হলে ছোট ভাইদের দিয়ে রাখা হলেও তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই।" তিনি নির্বাচন কমিশনকে তদন্তের আহ্বান জানান এবং ডাকসুর পরিবেশ যেন সুন্দর থাকে সে আহ্বান করেন।

জিয়া পরিবার নিয়ে কটুক্তি

নেতা লায়ন মো. রুমেল সরকার বাদী হয়ে ২০২৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর আদালতে মামলা দায়ের করেন।

মামলায় অন্য আসামি হলেন- টক-শোর উপস্থাপক চট্টগ্রামের পটিয়া পৌরস-ভার এটিএম আবুল কাশেমের ছেলে মহি উদ্দিন হেলাল নাহিদ।

বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাড. মো. মনিরুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, চলতি বছরের ১৯ মে মামলাটির শুনানি হয় এবং ২৪ মে ডা. মুরাদ হাসান ও টক-শো'র উপস্থাপকের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছিলেন।

আসামিদের আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেও তিন মাসেও তারা হাজির হননি। সোমবার বিজ্ঞ আদালত ডা. মুরাদ হাসান ও মহি উদ্দিন হেলাল নাহিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

ফুফাকে ঠাট্টার ছলে 'ঘর জামাই'

বিকেলে আদালতে ১৬৪ ধারায় হত্যার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছে অভিযুক্ত সাইদুল। নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, গত ২৩ আগস্ট (শনিবার) দুপুরে সহপাঠীদের সঙ্গে খেলার সময় ফুল আনতে বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে যায় নালিতাবাড়ী উপজেলার ভালুকাকুড়া গ্রামের মফিজুল ইসলামের মেয়ে মাইমুনা। এরপর সে নিখোঁজ হয়। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করে পরদিন রোববার থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। পরে মঙ্গলবার বিকেলে দুর্গন্ধের সূত্র ধরে বাড়ির পাশের একটি ডোবায় কচুরিপানার নীচ থেকে মাইমুনার অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ঘটনার তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ফুল আনতে গেলে কথা প্রসঙ্গে ঠাট্টা করে ফুফা সাইদুলকে 'ঘর জামাই' বলে ডাকে মাইমুনা। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সাইদুল প্রথমে তাকে থাপ্পড় দেন। এতে মাইমুনা অচেতন হয়ে পড়লে তিনি গলায় থাকা ওড়না পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন। পরে মরদেহ পাশের ডোবায় কচুরিপানার নিচে লুকিয়ে রেখে ঢাকায় পালিয়ে যান। এরপর বধবার রাজধানীর খিলগাঁও তিলপাপাড়া এলাকা থেকে সাইদুলকে গ্রেপ্তার করে নালিতাবাড়ী থানা পুলিশ।

বকশীগঞ্জে ঈদে-মিলাদুন্নবী পালিত

গোলাম রব্বানী মাস্টার। এছাড়াও ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী এ মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে পবিত্র ঈদে-মিলাদুন্নবীর তাৎপর্য, মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ, চরিত্র এবং মানবতার প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের ওপর আলোচনা করেন ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দ। বক্তারা বলেন, নবীজির আদর্শ অনুসরণ করলেই সমাজে শান্তি, ন্যায় এবং ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আলোচনা শেষে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

বকশীগঞ্জে দোকানে হামলা লুটপাট

জানা যায়, পূর্ব কলকিহারা গ্রামের পোড়া শেখের ছেলে রাকিবুল ইসলাম লুলু, রমজান আলী ও দুলাল- তাদের লোকজন নিয়ে অতর্কিতভাবে হামলা চালায় একই গ্রামের জহিরুল হকের বাড়ির সংলগ্ন দোকানে।

জানা গেছে, জহিরুল হক ও হামলাকারীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এই বিরোধ থেকেই প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ।

দোকান লুটে নেওয়া হয় লক্ষাধিক টাকার মালামাল হামলার সময় দোকানের এলইডি টেলিভিশন, ক্যাশ বাক্স, আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়। এ ছাড়াও ৩০ বস্তা চাল, সারের বস্তা, দুটি তেলের ড্রাম ও নগদ টাকাসহ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুটে নেয় হামলাকারীরা।

বাধা দিতে গেলে জহিরুল হক ও তার স্ত্রী জরিফুল বেগমকে মারধর করে হামলাকারীরা।

থানায় অভিযোগ, পুলিশের তদন্ত শুরু ঘটনার পরপরই বকশীগঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন জহিরুল হক। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার শাকের আহমেদ বলেন, ঘটনার বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এক উপ-পরিদর্শককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তদন্ত শেষে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইসলামপুরে প্রেম প্রত্যাখ্যান

ভিকটিম রাজুর সাথে একই এলাকার মো. মমিন (২৫) নামে এক যুবকের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বৃহস্পতিবার মমিন অন্যত্র বিয়ে করলে বিষয়টি জানতে পেরে রাজু মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং বিষপান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

এ বিষয়ে ইসলামপুর থানা পুলিশ জানায়, ভিকটিমের মা খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলেই ধারণা করা হচ্ছে। আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বকশীগঞ্জে মাহফিল উপলক্ষে

পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বকশীগঞ্জ উপজেলা শাখার সেক্রেটারি মাওলানা আদেল ইবনে আওয়াল।

তিনি ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে বলেন, "এ ধরনের স্বাস্থ্যসেবা আয়োজন অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এভাবে মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা সমাজে সচেতনতা ও কল্যাণ বয়ে আনবে।

এ সময় ক্যাম্প আয়োজক ও ঢাকাস্থ আদর্শিক বকশীগঞ্জ সমিতির সেক্রেটারি মো. ফরহাদ হোসেন রানা জানান, "আজকের ক্যাম্পে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০০ জনের বেশি রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে। আরও প্রায় ২০০ জন রোগী চিকিৎসা নিতে পারবে বলে আশা করছি। আমরা স্বেচ্ছায় রক্তদানসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। সমাজের বৃত্তবানদের সহায়তা পেলে ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে কাজ করতে পারবো।"

চিকিৎসা নিতে আসা একজন বয়স্ক রোগী বলেন, "আমি বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর ও ব্যথায় ভুগছিলাম, কিন্তু আর্থিক সংকটে ডাক্তার দেখাতে পারছিলাম না। আজ এখানে এসে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ পেয়ে খুব উপকার হয়েছে। আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।"

ক্যাম্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন চিকিৎসক জানান, "প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। বেশিরভাগ রোগী সাধারণ সর্দি-কাশি, জ্বর, গ্যাস্ট্রিক এবং চর্মরোগে আক্রান্ত ছিলেন। কিছু জটিল রোগীকে পরবর্তী পর্যায়ের চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।"

এ ধরনের উদ্যোগ যুব সমাজের মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রকাশ। স্থানীয় জনগণ এমন আয়োজন নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হোক- এমন প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেছেন।

কিশোরকণ্ঠ মেধাবৃত্তি পরীক্ষার

রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে 'কিশোরকণ্ঠ মেধাবৃত্তি পরীক্ষা-২০২৫' রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের রংপুর জেলা শাখার চেয়ারম্যান ফিরোজ মাহমুদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফিরোজ মাহমুদ বলেন, "বিগত সময়ে আমরা দেখেছি যে, শিক্ষার্থীদের জন্য গঠন মূলক কোনো প্রতিযোগীতার আয়োজন খুব একটা লক্ষ্য করা যায়নি। কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন সেই বিষয়টিকে সামনে রেখে একজন শিক্ষার্থী শুধুমাত্র তার একাডেমিক পড়াশোনার মধ্যে না থেকে মেধার বিকাশ ও শিক্ষার সুস্থ চর্চাকে আরো বিকশিত করতে পারে সেজন্য মেধাবৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করেছে।

তিনি আরও বলেন, "আমরা জানি যে বর্তমান এ শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা শুধুমাত্র একাডেমিক পড়াশোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে আমরা বহির্বিশ্বের অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত থাকি। এজন্য আমরা চাই যে এই আয়োজনে অংশগ্রহণের মধ্যে একজন শিক্ষার্থী তাদের স্থবির মেধার বিকাশ ঘ